

ইসলাম একটি কুৎসিৎ ধর্ম

কোন পথে এগোচ্ছে বাংলাদেশ? পর পর চার দফায় দেশে বোমা হামলা হয়ে গেল। সবশেষে আত্মঘাতী হামলায় প্রাণ হারালো ১০। অবশ্য নিহতদের মধ্যে হামলাকারিও রয়েছে। এভাবে আর কতদিন চলবে? জেএমবির মতো একটা অসুস্থ ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের কাছে সারা জাতি জিন্মি হয়ে থাকবে? হামলার স্থানে জেএমবির একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে। তাতে লেখা আছে যে ‘মানুষ রচিত আইন বাতিল করে আল্লাহর আইন জারি করো’ আমাদের সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বলছেন যে ‘ইসলামের নামে’ জেএমবি বোমা হামলা চালাচ্ছে। অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছেন যে প্রকৃত ইসলাম না, ‘ইসলামের নামে’ বোমা হামলা চালাচ্ছে। এটা নাকি প্রকৃত ইসলাম সমর্থন করে না। প্রকৃত ইসলাম খুব সাধু, ভিজে বিড়াল। তার কোনো দোষ নাই! বাহ! কি সুন্দর উক্তি। এভাবে তারা আর কতকাল আমাদের বিভ্রান্ত করবেন? যতবার-ই এসব বোমাবাজি হয়েছে ততবার ই বলা হয় যে ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম নাকি ‘শান্তির ধর্ম’ কিন্তু বাস্তবতা বলে তো ভিন্ন কথা। ‘ইসলাম সমর্থন করে না’ তোতা পাখির মত এ বুলি আওড়িয়ে তো বোমা হামলা বন্ধ করা যায় নাই। আমরা যদি বোমাবাজদের মূল হোতাদের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখতে পাই ইসলাম ধর্মের সাথে তাদের যোগসূত্র অত্যন্ত গভীর। জেএমবি নামের পুরা রূপ (জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ) থেকে একটা ইসলামি ভাব ফুটে উঠছে। প্রথম শব্দদুটো আরবী। ইসলাম ধর্মে জন্মস্থান ও আরব। তাছারা ‘জামাআত’, ‘মুজাহিদিন’ এগুলো সব ইসলামিক টার্ম। জেএমবি সহ বিভিন্ন ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের অর্থ সাহায্য-ও আসছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে যেটা বিশ্বের মূল ইসলামি অঞ্চল। শুধু তাই নয়, জঙ্গিবাদিরা যেই সমাজরাষ্ট্র কায়ম করতে চায় তার সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের পুরাপুরি মিল। তারা আর যাই করুক, যদি তারা ক্ষমতা দখল করে (তা না হোক) তাহলে কিন্তু তারা ইসলামের নিয়ম ই জারি করবে। প্রথমেই তারা মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিবে অথবা বোরখা ছাড়া বের

হওয়া নিষিদ্ধ করবে। তারা পাথর ছুঁড়ে মানুষ হত্যার , চুরি করলে হাত কেটে দেয়ার আইন জারি করবে। ৫ ওআন্ত নামাজ পড়তে বাধ্য করবে। পুরুষদের দাড়ি রাখতে বাধ্য করবে। রেডিও টেলিভিশন, সিনেমা ,নাটক, গান, নাচ, ফ্যাশন এসব নিষিদ্ধ করবে। অর্থাৎ আফগানস্থানে যা হয়েছিল তাই হবে এবং এগুলো সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলামের-ই নিয়ম। আমরা সচারচর ইসলামিক মাইনডেড লোকদের মধ্যে এগুলোই দেখি। ইসলাম ১০০% মানতে হলে এগুলোই করতে হবে। আমি এটা আগে-ও বলেছি। অবশ্য মুশফিক প্রধান নামের ইন্টারনেট ফোরামের একজন ইসলামি লেখক আমার সাথে একমত হননি। তবে সেই বিতর্কে আমি যাবো না। ইসলাম জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে না আমি এটার সাথে একমত নই। আমরা যদি ইসলামের সমস্ত বিধানের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে ইসলাম = জঙ্গিবাদ= মৌলবাদ। কোন দেশের সমস্ত মানুষ যদি ইসলামের নিয়ম অন্তত ৮০-৯০% ও মানা শুরু করে তাহলে বাইরের বিশ্বের মানুষের কাছে সেই দেশকে একটা মৌলবাদি দেশ-ই মনে হবে। বলা হয়ে থাকে ধর্ম নাকি সাম্প্রদায়িকতা সমর্থন করে না। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল। ধর্ম-ই সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎস। কারন সব ধর্ম-ই বলে আমার ধর্ম ভালো আর অন্য ধর্ম খারাপ, পাপ বা কুফরি। অর্থাৎ ধর্ম মানুষকে কখনোই শান্তির পথ দেখায় না বরং মানুষের মধ্যে বিভেদ সংঘাত সৃষ্টি করে। এজন্য-ই আজকের বিশ্বে ধর্ম নিয়ে এত সংঘাত। ধর্ম মানুষকে উগ্র করে তুলে। সে তখন ধর্মের সমালোচনা সহ্য করতে পারে না এবং অন্য ধর্মের প্রশংসা শুনতে পারে না। অন্য সকল ধর্মের মতো ইসলাম ধর্ম-ও মানবতাবিরোধী। এ ধর্মেও আছে মানবতাবিরোধী বহু বিধান। যেমন পর্দা প্রথা, পাথর ছুঁড়ে হত্যা, হাত কেটে দেয়া, ইসলাম ত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ড, আধুনিক জীবনযাপনের প্রতি বিদ্বেষ ইত্যাদি। কোনোদিন কোনো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৌলবাদি হয় না। অথচ মাদ্রাসা থেকে দেখা যাচ্ছে সব জঙ্গি তৈরী হচ্ছে। জঙ্গিবাদীদের মধ্যে কেউ না কেউ মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক। মাদ্রাসা ইসলামি প্রতিষ্ঠান। শুধু এখান থেকেই যদি জঙ্গি তৈরী হয় তাহলে বলতেই হবে ইসলাম এর জন্য কোনো না কোনো ভাবে দায়ী। শুধু তাই নয় জঙ্গিরা সবাই ইসলামি বই-পুস্তক পড়ে,

তাদের পোশাক-আশাক ও ইসলামি। যেমন দাড়ি-টুপি, জোব্বা, বোরকা। সুতরাং ইসলাম অবশ্যই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী। মুসলমানদের আল্লাহ নিজেই একজন ইসলামি জঙ্গি যেহেতু সে মুসলিমদের বেহেশতে সুখ এবং অমুসলিমদের দোজখে পুড়িয়ে মারার অঙ্গিকার করেছে। কোরান শরীফের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ। আল্লাহর (যদিও আমি বিশ্বাস করি না , আল্লাকে কল্পনা করে নিচ্ছি তর্কের কাতিরে) দৃষ্টিভঙ্গিও কটুর মৌলবাদি, সাম্প্রদায়িক। সর্বপরি ইসলাম একটি কুৎসিত জঘন্যতম ধর্ম। মধ্যপ্রাচ্যের সমাজব্যবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। এখানে অনেকে বলবেন যে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থার জন্য ইসলাম দায়ী নয়। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক আমি আগেও করেছি। নতুন করে করলাম না। যারা এসব বলেন আসলে পাগলের প্রলাপ বকেন । ইসলাম ধর্মের কারনেই মধ্যপ্রাচ্যে এরকম কঠোর রক্ষনশীল সমাজ। ইসলাম ধর্মে কোনো আধুনিকতা নেই। দাড়ি,টুপি, ঘোমটা, বোরকা, কুলুপ, পাগড়ি এগুলো কোনো আধুনিকতা হতে পারেনা। আর কোরানের নিয়ম মানতে গেলে দাড়ি টুপি বোরখার বেশ ই ধরতে হবে। তাই জঙ্গিবাদ যদি উৎখাত করতে হয়, তাহলে ইসলামের বিরোধিতা করতে হবে। ইসলামকে দুধ কলা দিয়ে পুষে কোনোদিন জঙ্গিবাদ বন্ধ করা যাবে না কারন ইসলাম-ই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী।

তাসমিনা হোসেন,

৩০-১১-০৫